বদনজর, জাদুটোনা, জিনের আসর, ওয়াসওয়াসা ইত্যাদির
কুরআন-সুন্নাহসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে অনবদ্য বই

রুকইয়াহ

কুরআন-সুন্নাহর চিকিৎসা

মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফী

উসতাযুল হাদিস : জামিয়া ইসলামিয়া, সেহড়া, ময়মনসিংহ
উলুমুল হাদিস : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

লেখকের কথা ১৭

প্রথম অধ্যায় : রুকইয়াহ প্রসঙ্গ

অসুখ-বিসুখ ও চিকিৎসা বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও দিকনির্দেশনা........২০

- ইসলামে সুস্থতার গুরুত্ব কতটুকু? ২০
- সুস্থতার জন্য সর্বদা দুআর বিকল্প নেই.. ২১
- সুস্থতা নেয়ামত হলে অসুস্থতা কি মুসীবত? ২২
- বিপদাপদ ও অসুস্থতায় বান্দার করণীয় ২৫
- অসুস্থতা ও বিপদাপদে বান্দার চার অবস্থা ২৭
- কারা বেশি অসুস্থতায় ভোগে? ২৮
- চিকিৎসাগ্রহণ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ২৯
- হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নয় ৩০
- আকীদা হতে হবে স্বচ্ছ.. ৩১
- চিকিৎসার শরীয়ত-সমর্থিত উপকরণ দুই প্রকার.............................. ৩২
- রুকইয়াহ ও আমাদের সমাজ...৩৩

রুকইয়াহ : পরিচিতি, ইতিহাস ও বিধিবিধান ৩৫

- রুকইয়াহর আভিধানিক পরিচয় ৩৫
- রুকইয়াহর প্রচলিত অর্থ.. ৩৫
- রুকইয়াহর ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ.. ৩৬
- জাহিলী যুগে রুকইয়াহ... ৩৬
- ইসলামী যুগে রুকইয়াহ ৪১

- রুকইয়াহর বৈধতা ও এবিষয়ক কয়েকটি হাদীস ৪২
- বৈধ রুকইয়াহর শর্তগুলো কী কী? ৪৪
- বৈধ-অবৈধ বিবেচনায় রুকইয়াহ মোট পাঁচ প্রকার ৪৪
- রুকইয়াহর বৈধতা: দুটি সংশয়ের নিরসন ৪৫
- অন্যকে দিয়ে রুকইয়াহ: কিছু সংশয়ের নিরসন ৪৮
- রুকইয়াহ সংক্রান্ত একটি শাস্ত্রীয় আলোচনা ও কিছু অস্পষ্টতার সমাধান ৫২
- হাদীসে বর্ণিত রুকইয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি ৫৫
- বিশেষ জ্ঞাতব্য দুটি বিষয় ৬০
- রুকইয়াহ অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য করণীয় ৬০
- রুকইয়াহ তাওয়াক্কুল বিরোধী নয় ৬১

রাকী : পরিচয়, শর্ত ও কর্তব্য ৬৫

- রাকী ৬৫
- রাকীর সাওয়াব ৬৫
- নিজের রুকইয়াহ নিজে করা উত্তম ৬৬
- রুকইয়াহ করতে রাকীর জন্য শরীয়তের শর্তসমূহ ৬৭
- রাকীর আদব ৭৫
- রাকীর ইলমি প্রস্তুতি ৮১
- না জেনে চিকিৎসার পরিণাম ৮২
- রাকীর অস্ত্র, রাকীর যুদ্ধ ৮৩
- রুকইয়াহ কার্যককরী হওয়ার প্রতিবন্ধকতা ৮৬
- কে বড় রাকী? ৮৭
- কেন আপনি রাকী হবেন? ৮৮

মারকী : পরিচয়, দায়িত্ব ও লক্ষণীয় ৯০

- মারকী ৯০
- মারকী যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখবে ৯০
- রোগীর করণীয় ৯১

রুকইয়া সংক্রান্ত বিবিধ মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়........................ ৯৪

- কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়.. ৯৪
- ইয়াকীন বা তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নুকতা ৯৬
- রুকইয়াহয় অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের সুযোগ আছে, নাকি এটি শরীয়তের দলীল-নির্ভর বিষয়? ৯৬
- রুকইয়াহর আয়াত নির্বাচন নিয়ে কিছু অস্পষ্টতার নিরসন............ ১০০
- রুকইয়াহর পারিশ্রমিক গ্রহণ কি বৈধ? ১০৩
- রুকইয়াহকে পেশা বানানোর বিধান.......................................১০৭

রুকইয়াহ, উযাহ, আযাইম, তামীমা, নুশরাহ, তিওয়ালা, ওয়াদাআহ : সংজ্ঞা, পার্থক্য ও বিধান ১১০

- তাবিজের বিধান ১১২
- জিনের সহযোগিতা গ্রহণ করা কি বৈধ?.................................. ১১৫
- কাফিরকে রুকইয়াহ করা কি বৈধ? ১১৭
- পানিতে রুকইয়াহ করে তা পান করা ও গোসল করা কি হাদীস থেকে প্রমাণিত?..১১৮
- রুকইয়াহর আয়াত বা যিকির কিছুতে লিখে তা পানিতে মিশিয়ে পান করা কি প্রমাণিত?.. ১১৯
- রুকইয়াহর পানি কি বাথরুমে, লজ্জাস্থানে কিংবা মহিলাদের ঋতু চলাকালীন সময়ে ব্যবহার করা বৈধ?.. ১২১
- 'আর রুকইয়াতুল জামাইয়্যা'-এর বিধান................................ ১২১
- অনুপস্থিত ব্যক্তির রুকইয়াহ... ১২১
- নারীরাও রুকইয়াহ করতে পারে ১২১
- পুরুষ মহিলার এবং মহিলা পুরুষের রুকইয়াহ করতে পারবে কি?...... ১২২
- রুকইয়াহ চলাকালীন ডাক্তারি ঔষধ গ্রহণে বাধা নেই.................... ১২৫
- প্রমাণ ছাড়া রোগ নির্ধারণ করা বা কাউকে অভিযুক্ত করা যাবে না ১২৫
- রুকইয়াহ চলাকালীন জাদুকর বা বদ নজরকারীর চেহারা দেখার বিধান ..১২৬

- রুকইয়াহয় নির্ধারিত সংখ্যায় কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পড়া . ১২৬
- রুকইয়াহর জ্ঞান কি অর্জন করা যায় না?! ১২৬
- অক্ষর বা সংখ্যা দিয়ে কুরআনের আয়াত লিখে রুকইয়াহ ১২৭
- কেবল রুকইয়াহ-ই কি সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা? ১২৭
- মোবাইল, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি থেকে শুনে রুকইয়াহ ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : শরঈ রুকইয়াহ

রোগ-বালাই আসার আগে সুরক্ষামূলক রুকইয়াহ ১৩৩

রোগ-বালাই এসে গেলে চিকিৎসামূলক রুকইয়াহ ১৫৩

- রুকইয়াহ শুরু করার আগে যা যা করতে হবে ১৫৩

শারীরিক বিভিন্ন রোগের রুকইয়াহ ১৫৫

- জ্বরের রুকইয়াহ ১৫৫
- পুরো মাথা কিংবা মাথার এক পাশ ব্যথার রুকইয়াহ ১৫৬
- কানব্যথার রুকইয়াহ ১৫৭
- দাঁতব্যথার রুকইয়াহ ১৫৮
- হৃদরোগের রুকইয়াহ ১৫৯
- বুকব্যাথার রুকইয়াহ ১৫৯
- রাগ বা উত্তেজনাজনিত কারণে বুকব্যথার রুকইয়াহ ১৬০
- যেকোনো ব্যথার রুকইয়াহ ১৬০
- নামলাহ বা পার্শ্ব ঘা ও ফোড়া-পাঁচড়ার রুকইয়াহ ১৬২
- জখম ও ফোঁড়ার রুকইয়াহ ১৬৪
- ফোড়া-ফোসকা ও ব্রণের রুকইয়াহ ১৬৫
- যাবতীয় চর্মরোগের রুকইয়াহ ১৬৬
- টিউমার বা গুটি রোগের রুকইয়াহ ১৬৬
- মাথার খুসকি দূর করার রুকইয়াহ ১৬৭

- বধিরতার রুকইয়াহ..১৬৭
- নাক থেকে রক্তক্ষরণের রুকইয়াহ ১৬৭
- চোখ ওঠার রুকইয়াহ... ১৬৮
- অন্ধত্বের জন্য রুকইয়াহ ১৬৯
- চোখের যাবতীয় রোগ ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার রুকইয়াহ...............১৭০
- গলাব্যথার জন্য রুকইয়াহ ১৭০
- ক্যান্সারের রুকইয়াহ...১৭০
- প্রসব সহজ হওয়ার রুকইয়াহ ১৭৭
- অগ্নিদগ্ধের রুকইয়াহ ১৭৯
- মূত্রথলি ব্যথার রুকইয়াহ... ১৮০
- প্রশ্রাব বন্ধ হয়ে গেলে বা প্রশ্রাবের রাস্তায় পাথর হলে ১৮১
- সায়াটিকা...১৮২
- যে কারণে সায়াটিকা হয় ১৮২
- সায়াটিকার রুকইয়াহ... ১৮৩
- মস্তিষ্কবিকৃতির রুকইয়াহ ১৮৩
- সাপ-বিচ্ছুর দংশনে রুকইয়াহ ১৮৪
- সাপ-বিচ্ছু দংশন করলে যেভাবে রুকইয়াহ করবে...................... ১৮৫

অধ্যায় : 'আইন'-বদনজর.. ১৮৯

- 'আইন' কী? ১৮৯
- নজর তিন প্রকার..১৮৯
- কুরআনে বদনজরের প্রমাণিকতা..১৯০
- হাদীসে বদনজরের প্রামাণিকতা ১৯৩
- বদনজর প্রসঙ্গে আলিমদের বক্তব্য.......................................১৯৬
- বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণগুলো........................... ১৯৭
- বদনজর কীভাবে কাজ করে? ১৯৭
- বদনজরে শয়তানেরও হাত থাকে ১৯৯

- বদনজরের ফলে যেসকল রোগের আবির্ভাব হয়........................১৯৯
- বদনজরের ক্ষেত্রে মানুষের তিন শ্রেণী.................................. ২০০
- বদনজরের লক্ষণ.. ২০০
- বাচ্চাদের উপর বদনজরের লক্ষণ ২০২
- রুকইয়াহ চলাকালীন যেসকল প্রতিক্রিয়া হতে পারে ২০২
- বদনজরের রুকইয়াহ... ২০৩
- বদনজরের চিকিৎসায় ওযু ও গোসলের হেকমত ২০৬
- অভিজ্ঞতার আলোকে বেশি উপকারী প্রমাণিত—এমন কয়েকটি রুকইয়াহ . ২০৮
- বদনজরের সেলফ রুকইয়াহ.. ২১৪
- বদনজরকারী ওযু-গোসল করতে অস্বীকার করলে?..................... ২১৪
- প্রাণী ও জড়পদার্থের উপর বদনজর এবং তার রুকইয়াহ ২১৫
- বদনজরের রুকইয়াহ : কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ২১৭
- বদনজর থেকে সুরক্ষিত থাকতে করণীয় ২১৯
- নিজের বদনজর থেকে কীভাবে অন্যকে রক্ষা করবে? ২২৪
- নজরগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর থেকে বদনজর কীভাবে বের হবে? ২২৪
- বদনজরকারী কি গুনাহগার হয়? ২২৫
- কেবল দেখেই নয় বরং বর্ণনা শুনে বা ছবি দেখেও বদনজর করা যায় ২২৫
- নেককার ব্যক্তিও বদ নজরকারী হতে পারেন ২২৬
- নিজের উপর কি নিজের বদনজর লাগা সম্ভব? ২২৬
- বদনজরকারীকে শনাক্ত করা যাবে কীভাবে?............................. ২২৭
- মানুষের মতো জিনেরাও বদনজর করতে পারে ২২৭
- বদনজরের সাথে হিংসার সম্পর্ক ও পার্থক্য ২২৯
- হিংসার চিকিৎসা..২২৯

অধ্যায় : জিন ২৩১

- ইবলিস-শয়তান-জিন: পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ২৩১
- জিনদের বৈশিষ্ট্য...২৩২

- জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা ২৩৬
- কুরআনের আলোকে জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব ২৩৬
- হাদীসের পাতায় জিন ও শয়তানের বাস্তবতা ২৩৮
- জিনে ধরা/জিনের আছর করা কি সত্য? ২৪২
- জিন ও শয়তান ভর করার ছয় কারণ ২৪৩
- যে কারণে জিন ও শয়তান মানুষের শরীরে প্রবেশের সুযোগ পায় ২৪৬
- জিন ও শয়তান যেভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ২৪৭
- জিন ও শয়তান যেসকল জায়গায় থাকে ২৪৮
- ঘরে জিন থাকার লক্ষণ ২৫২
- জিনে ধরার লক্ষণসমূহ ২৫৩
- জিন ও শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকতে সার্বক্ষণিক করণীয় ২৫৫

জিনের রুকইয়াহ্... ২৬০

- প্রথম চিকিৎসা.. ২৬০
- মুসলমান জিন হলে রুকইয়াহর সময় তার সাথে যে আচরণ করবে..... ২৬৭
- রুকইয়াহর পর জিন বের হয়ে যাওয়ার সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ২৬৮
- জিন অমুসলিম হলে রুকইয়াহর সময় তার সাথে যে আচরণ করবে... ২৬৮
- দ্বিতীয় চিকিৎসা ২৭০
- তৃতীয় চিকিৎসা ২৭৫
- চিকিৎসা-পরবর্তী ধাপ ২৭৬
- চিকিৎসক বা রাকীর জন্য সতর্কতা... ২৭৭
- জিনের রুকইয়াহ: কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ২৮১
- জিন তাড়ানোর হারাম ও নিষিদ্ধ পদ্ধতি.................................. ২৯৭
- জিনের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ২৯৯
- ঘরে সাপ-গোপ দেখলে কী করবে? ২৯৯

অধ্যায় : সিহর-জাদু ৩০১

- সিহর-জাদু কী? ৩০১
- জাদুর বাস্তবতা এবং আহলুস সুন্নাহর আকীদা ৩০১
- কুরআনে জাদুর প্রামাণিকতা ৩০৪
- হাদীসে জাদুর প্রামাণিকতা..৩০৬
- জাদুর সাথে মুজিযা, কারামত ও অন্যান্য অলৌকিক বিষয়ের পার্থক্য ৩০৮
- মৌলিকভাবে জাদুর প্রকার ৩১০
- জাদুকর যেসকল পদ্ধতিতে শয়তানের সহযোগিতা নেয়................ ৩১০
- ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু ও সাধারণ জাদুর মধ্যে পার্থক্য ৩১২
- জাদুর উপাদানের ব্যবহার দুইভাবে করা হয়............................ ৩১৩
- জাদুর উপাদান কীভাবে শরীরে ঢোকানো হয়?.......................... ৩১৩
- জাদুর উপাদানের সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবহার ৩১৩
- যেসকল জায়গায় জাদুর উপাদান রাখা হয় ৩১৪
- জাদুগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ ও জাদুর প্রতিক্রিয়া ৩১৫
- জাদুকর কবিরাজ চেনার লক্ষণ..৩১৭
- জাদুর বিধান ৩১৮
- জাদু শেখা ও শেখানোর বিধান..৩১৯
- ‘জাদুবিদ্যা শেখো, কিন্তু জাদু করো না’ এটি কি হাদীস? ৩২০
- জাদুকর কি কাফের? ৩২১
- জাদুকরের শাস্তি.. ৩২৩
- জাদুকর, গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান................ ৩২৩
- জাদু নষ্ট করতে কি জাদু করা যাবে?.................................... ৩২৬
- জাদুকর যা করতে পারে না..৩২৭
- জাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার কিতাবাদি পড়া যাবে কি?..........................৩২৭
- প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপবাদ দেওয়া বৈধ নয় ৩২৭
- জাদুর উপকরণ নষ্ট করার পদ্ধতি ৩২৮

জাদুর রুকইয়াহ.. ৩২৯
- চিকিৎসা-পদ্ধতি ১ ....৩২৯
- চিকিৎসা-পদ্ধতি ২ .... ৩৩২

বিচ্ছেদের জাদু..৩৩৪
- বিচ্ছেদের জাদুর লক্ষণ..৩৩৫
- বিচ্ছেদের জাদু যেভাবে করা হয় ৩৩৬
- রুকইয়াহ শুরু করার আগে করণীয়..৩৩৬
- বিচ্ছেদের জাদুর রুকইয়াহ.. ৩৩৭
- রুকইয়াহ-পরবর্তী করণীয় ৩৪৭
- বিচ্ছেদের জাদুর রুকইয়াহ: কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা................. ৩৪৮

প্রেম-ভালোবাসার জাদু ৩৫৮
- ভালোবাসার জাদু করার লক্ষণ ৩৫৮
- ভালোবাসার জাদু কেন এবং কীভাবে করা হয়? ৩৫৯
- ভালোবাসার জাদু করলে যে সমস্যাগুলো হয়........................... ৩৫৯
- মানুষ ভালোবাসার জাদু কেন করে?..৩৬০
- হালাল ভালোবাসা, হালাল ‘জাদু’ ৩৬০
- প্রেম-ভালোবাসার জাদুর রুকইয়াহ.. ৩৬১
- ভালোবাসার জাদুর রুকইয়াহ: একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা................ ৩৬২

(তাখয়ীল) ভেলকি ও নজরবন্দি ৩৬৩
- নজরবন্দি হওয়ার লক্ষণ..৩৬৩
- এ জাদু কীভাবে করা হয়?..৩৬৩
- তাখয়ীলের জাদু নষ্ট করার পদ্ধতি ৩৬৪

পাগলামোর জাদু..৩৬৫
- পাগলামোর জাদুর লক্ষণ ৩৬৫
- যেভাবে এই জাদুটি করা হয় ৩৬৬

- পাগলামোর জাদুর রুকইয়াহ.. ৩৬৬
- পাগলামোর জাদুর রুকইয়াহ: একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ৩৬৭

অবসাদ ও উদাসীনতার জাদু.. ৩৬৮

- এই জাদুর লক্ষণ ৩৬৮
- যেভাবে করা হয় এই জাদু.. ৩৬৮
- অবসাদের জাদুর রুকইয়াহ ৩৬৮

হাওয়াতিফ জাদু.. ৩৭০

- এই জাদুর লক্ষণ ৩৭০
- যেভাবে করা হয় এই জাদু.. ৩৭০
- হাওয়াতিফ জাদুর রুকইয়াহ ৩৭০

অসুখ-বিসুখের জাদু.. ৩৭২

- শারীরিক অসুখ-বিসুখে জাদুর লক্ষণ ৩৭২
- এই জাদু যেভাবে করা হয় ৩৭২
- অসুখ-বিসুখের জাদুর রুকইয়াহ.. ৩৭৪
- শারীরিক অসুখ-বিসুখের জাদু: কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা............. ৩৭৪

'ইসতিহাদা' বা রক্তস্রাবের জাদু.. ৩৭৭

- ইসতিহাদার জাদু কী?.. ৩৭৭
- যেভাবে করা হয় এই জাদু.. ৩৭৭
- ইসতিহাদার জাদুর চিকিৎসা ৩৭৭
- রক্তস্রাবের জাদুর রুকইয়াহ : একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা................. ৩৭৮

বিয়ে বন্ধের জাদু.. ৩৭৯

- বিয়ে বন্ধের জাদু কীভাবে করা হয়? ৩৭৯
- এই জাদুর লক্ষণ ৩৮০
- বিয়ে বন্ধের জাদুর রুকইয়াহ.. ৩৮০

- বিয়ে বন্ধের জাদুর রুকইয়াহ: একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা................. ৩৮১
- জাদুবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা.. ৩৮২

‘রব্‌ত’ বা সহবাসে বাধাগ্রস্ত হওয়ার জাদু ৩৮৪

- ‘রব্‌ত’ কী? ৩৮৪
- পুরুষের ফিজিওলজি... ৩৮৪
- সহবাসে পুরুষের বাধাগ্রস্ততা কী? ৩৮৪
- নারীরা কিভাবে বাধাগ্রস্ত হয়?..৩৮৫
- সহবাসে বাধাগ্রস্ততার রুকইয়াহ..৩৮৬
- যৌনকর্মে বাধা, যৌনঅক্ষমতা এবং যৌনদুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য ৩৮৯

বন্ধ্যাত্বের রুকইয়াহ... ৩৯১

- পুরুষের বন্ধ্যাত্ব..৩৯১
- জিনসৃষ্ট বন্ধ্যাত্বের পার্থক্য ও লক্ষণ.......................................৩৯১
- মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব ৩৯১
- বন্ধ্যাত্বের রুকইয়াহ...৩৯২

দ্রুত বীর্যপাতের রুকইয়াহ.. ৩৯৩

- বিয়ের পূর্বে ভবিষ্যৎ দম্পতির সুরক্ষা...................................... ৩৯৪
- বিয়ের আগের সুরক্ষা ৩৯৫
- বিয়ের পর যেভাবে সুরক্ষা গ্রহণ করবে................................... ৩৯৭
- সহবাসে বাধার রুকইয়াহ: দুটি বাস্তব অভিজ্ঞতা........................৪০৩

ওয়াসওয়াসা..৪০৪

- অধিকাংশ ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি যেখান থেকে হয়......................... ৪০৪
- ওয়াসওয়াসায় করণীয়.. ৪০৫
- ওয়াসওয়াসা দূর করার পরীক্ষিত রুকইয়াহ ৪১৪

বিবিধ রুকইয়াহ্‌ ও আমল...৪১৭

- সন্তান লাভের আমল ও রুকইয়াহ.. ৪১৭
- অনিদ্রা থেকে মুক্তির রুকইয়াহ..৪১৮
- রাতে বিছানায় ছটফট করতে থাকলে পড়বে ৪১৯
- ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে উঠলে পড়বে ৪২০
- যেকোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও কঠিন বিপদাপদের রুকইয়াহ........ ৪২১
- নিজ ঘরে বা কোথাও অবস্থান করলে সুরক্ষা গ্রহণের দুআ............. ৪৩০
- যাবতীয় রোগের রুকইয়াহ ৪৩০

যেসকল আয়াত ও আযকার সকল রোগের রুকইয়াহ হিসাবে পড়া যায়.. ৪৩৫

রুকইয়াহর প্রসিদ্ধ ও সর্বজনীন দুআগুলো :..............................৪৩৯

দ্রুত সুস্থ হতে রুকইয়াহর সহযোগী বিষয়াদি................................৪৪১

বাচ্চাদের রুকইয়াহ..৪৪৩

রাকী : পরিচয়, শর্ত ও কর্তব্য

রাকী

যিনি শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় রুকইয়াহ্ করেন।

রাকীর সাওয়াব

কারো রুকইয়াহ্ বা ঝাড়ফুঁক করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। এর স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। যেমন : কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> *'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ আযাব প্রদানে কঠোর।'*

তাছাড়া হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে, তাহলে সে যেন তা করে।'[১]

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. রুকইয়াহর ফযীলত প্রসঙ্গে বলেন, 'এটি সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং নবী ও ওলীদের কাজ। কেননা নবীগণ ও ওলীগণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল সা. -এর শেখানো কালিমাহ্ দ্বারা আদম সন্তান থেকে সর্বদা শয়তান তাড়াতেন। যেমন ঈসা আ. করতেন তেমনিভাবে আমাদের নবী সা.ও করতেন।[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম : ২২০১।

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/৩২।

নিজের রুকইয়াহ নিজে করা উত্তম

নিজের রুকইয়াহ যথাসম্ভব নিজে করাই উত্তম। কেননা রুকইয়াহ মূলত দুআ। আর অন্যের চেয়ে নিজেই নিজের জন্য বেশি নিষ্ঠার সাথে দুআ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে নিজে রুকইয়াহ করতে না পারলে অন্যের কাছে যাবে।

রাসুল সা. হযরত উসমান ইবনু আবিল আস-সাকাফী রা.-কে নিজের রুকইয়াহ নিজে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] তিনি রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা অনুভব কর তার উপরে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে এরপর সাতবার বলবে—

أَعُوذُ بِاللهِ ، وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

> *'আল্লাহ ও তার ক্ষমতার আশ্রয় চাইছি—যা আমি অনুভব করি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট হতে।'*[২]

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি,[৩] 'তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয়, অথবা তোমাদের কোনো ভাই যদি অসুখের কথা বলে, তাহলে সে যেন পড়ে—

رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ

---

[১] ولفظه: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ . وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلاَثًا . وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »

[২] সহীহ মুসলিম : ২২০২।

[৩] ولفظه: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ ، فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ »

(আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে আছেন। হে রব, আপনার নাম পূত-পবিত্র। আপনার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবী—সবখানে প্রযোজ্য। আকাশে যেভাবে আপনার অগণিত রহমত আছে, ঠিক সেভাবে পৃথিবীতেও আপনার অগণিত রহমত ছড়িয়ে দিন। আপনি আমাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনি পূত-পবিত্র লোকদের রব। আপনি আপনার রহমতগুলো হতে বিশেষ রহমত ও শিফাসমূহ হতে বিশেষ শিফা এই ব্যথা-বেদনার নিরাময়ে পাঠিয়ে দিন।)—এতে সে সুস্থ হয়ে যাবে।'

খোদ রাসুল সা. ও প্রতিদিন নিজে নিজের রুকইয়াহ করতেন। আয়েশা রা. বলেন, [১] 'রাসুলুল্লাহ সা. যখন বিছানায় আসতেন তখন তিনি তার দুই হাতের তালুতে সূরা ইখলাস এবং মুআওউইযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর দুই তালু দিয়ে নিজের চেহারা ও দুই হাত এবং শরীরের যতদূর পৌঁছায় ততদুর পর্যন্ত মাসেহ করতেন।' আয়েশা রা. বলেন, 'এরপর রাসুলুল্লাহ সা. যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আমাকে অনুরূপ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।'

এসকল হাদীস থেকে নিজের রুকইয়াহ নিজে করার বৈধতা তো বটেই রুকইয়াহ করলে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে তাও সুস্পষ্ট।

রুকইয়াহ করতে রাকীর জন্য শরীয়তের শর্তসমূহ

১. মুসলমান হতে হবে

সুতরাং কাফিরের রুকইয়াহ জায়েয হবে না। কেননা রুকইয়াহয় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা করতে হয়। এখন রাকী যদি আল্লাহকে বিশ্বাসই না করে তাহলে আল্লাহর কাছে কীভাবে আশ্রয় কামনা করবে?

২. আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হতে হবে

এর অর্থ হলো, রাকী যেকোনো ধরনের শিরক ও বিদআতমূলক ধ্যান-ধারণা ও কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করবে যে, অনিষ্ট দূর করা কিংবা কল্যাণ বয়ে আনার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতেই। আল্লাহ ছাড়া কল্যাণ কিংবা অনিষ্ট সাধনকারী কেউ নেই। কেননা কুরআনে কারীমে আল্লাহ

---

[১] ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ ، بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، ، جَمِيعًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ، قَالَ يُونُسُ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ

তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

> *'আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'*[১]

এই বিশ্বাস তো আদৌ রাখা যাবে না যে, রুকইয়াহই শিফাদানকারী। বরং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, অবশ্যই কুরআনে শিফা রয়েছে এবং এটি উপকারী একটি চিকিৎসা। আবার এই মনে করেও আয়াত দ্বারা চিকিৎসা করবে না যে, "যদি কাজ হয় তাহলে তো ভালো। নইলে অন্য চিকিৎসা গ্রহণ করব।"

৩. তাকওয়া ও সততার সাথে চলবে

রুকইয়াহ কার্যকরী ও ফলবান হওয়ার জন্য রাকীকে নেককার, মুত্তাকী, নামাযী ও অন্যান্য ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে।

শাউকানী রহ. বলেন, 'দুআর (কুরআনের আয়াত ও আযকার পাঠ করে) চিকিৎসা ঔষধ ও প্রতিষেধকের চেয়ে অধিক কার্যকর ও উপকারী। তবে তা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : এক . অসুস্থ ব্যক্তির নিয়ত সঠিক হওয়া, দুই. চিকিৎসাকারীর অন্তর তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের সাথে আল্লাহমুখী হওয়া।'[২]

রুকইয়াহর ক্ষেত্রে তাকওয়ার কী প্রভাব লক্ষ করুন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর তাকওয়া এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি জিনাক্রান্ত এক রোগীর কাছে না গিয়ে এক লোককে দিয়ে কেবল একটি জুতা পাঠিয়ে বলেছিলেন, তাকে গিয়ে বলবে, 'কোনটি তোমার পছন্দ? তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া নাকি সত্তরবার এই জুতার বাড়ি খাওয়া?' জিন ইমাম আহমাদ রহ.-এর কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বলল, 'আপনার কথাই মানছি এবং আনুগত্য করছি।' এই বলে সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে

---

[১] সূরা ইউনুস :১০৭।

[২] নাইলুল আউতার : ৯/৭৫।

ছেড়ে চলে গেল। অতঃপর ইমাম আহমাদ রহ. মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় সে ফিরে এল। তখন আক্রান্ত ব্যক্তিকে রাকীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি জিনকে নির্দেশ করেন রোগীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জিন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে, আপনার আনুগত্য করছি না আমি। আর আপনার প্রস্তাবও মানছি না। আহমাদ তো তাঁর রবের অনুগত ছিল, তাই আল্লাহও সকল বস্তুকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন।[১]

৪. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রুকইয়াহ্ করবে

রুকইয়াহর ক্ষেত্রে নিয়তের বড় প্রভাব রয়েছে। তাই রুকইয়াহর আয়াত ও আযকার পড়ার সময় তা খাঁটি নিয়তে পড়া চাই। উপার্জন, প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করতে ঝাড়ফুঁক করা উচিত নয়। কেবল মুসলিম ভাইয়ের উপকার করে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও সাওয়াবের আশায় রুকইয়াহ করবে। রুকইয়াহ অনুমোদনের সময়ই রাসুল সা. বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন : আমর ইবনু হাযম এর হাদীসে এসেছে 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার ভাইয়ের কোনও উপকার করতে সমর্থ হয় সে যেন তা করে।'[২] অন্য হাদীসে রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন।'[৩]

এছাড়া নিয়তের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সেই হাদীস তো আছেই। যেই হাদীসে এসেছে 'প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তাই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করে।'[৪]

যুরকানী রহ.-এর শারহুল মুআত্তায় এসেছে, 'শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে রুকইয়াহ্ কার্যকরী হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস এবং সহীহ নিয়ত থাকা অনিবার্য।'[৫]

৫. সুন্নতের পাবন্দি (অনুসরণ) করবে

দাড়ি রাখা সুন্নাহ। তাই দাড়ি ছোট রাখবে না। বিড়ি-সিগারেটে অভ্যস্ত হবে না। গান শুনবে না। কোনো প্রকারের বিদআতী কর্মকাণ্ডে শরীক হবে না। মোটকথা

[১] আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান : ১১২।
[২] সহীহ মুসলিম : ২২০১।
[৩] সহীহ মুসলিম : ২৪৪২।
[৪] সহীহ বুখারী : ১।
[৫] আল-আহকামুল ফিকহিয়্যাহ ফির রুকইয়াতিশ শারইয়্যাহ : ৭৭।